দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

নট্রামস পরিচালকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি 'নট্রামস'-এ পরিচালকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত হয়েছে, কিন্তু কোন ফল মেলেনি।

দুর্নীতি দমন সংস্থা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এবং সংশ্লিষ্ট দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সূত্রে

প্রশ্ন ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

প্রশ্ন ঃ যোগ্যতা নিয়েই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে, নট্রামস পরিচালক আবদুল মান্নান সরকার ১৯৭৮ সালে তৎকালীন বগুড়া নাইট কলেজ থেকে বিএ (পাস) পরীক্ষায় অংশ নেন (রোল ৩৭১৪ রেজিঃ নং ১৪৫৬৩)। কিন্তু নকল করে ধরা পড়ায় তার পরীক্ষা বাতিল ও ২ বছরের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে বগুড়া নাইট কলেজে পাঠানো একটি চিঠিতে বলা হয়েছে (স্মারক নং-৯৫৯ (১৩০) পনিঃ তারিখ ২৬/৭/৭৯) পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বনের জন্য মৃত ওয়াজেদ আলীর পুত্র মোঃ আবদুল মান্নান সরকারের '৭৮ সালের পরীক্ষা বাতিল এবং '৭৯ ও '৮০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই তথ্য গোপন করে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে কর্মরত অবস্থায় তিনি নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে (রেজিঃনং-২১৮০৫) নিয়মিত ছাত্র হিসেবে (রোল ৪৮৪৮) শেরপুর কলেজ থেকে আবার বিএ (পাস) পরীক্ষায় অংশ নেন।

মজার ব্যাপার তিনি একই দিন, একই সময়ে পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে কাজও করেছেন পরীক্ষাও দিয়েছেন।

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক লিখিতভাবে জানিয়েছেন (পত্র নং-পউএ/প্রশাসন/ব্যনঃ ৬৩/১০৩ তাং-১৪/৭/৯৩) আবদুল মান্নান সরকার ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন ছুটি নেননি এবং ঐ সময় তিনি কর্মরত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই তিনি শেরপুর কলেজ থেকে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়েছেন- এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে '৯৩ সালের ৩রা জুলাই শেরপুর কলেজের অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত একটি চিঠি থেকে। ঐ চিঠিতে বলা হয়েছে আবদুল মান্নান সরকার ১৯৭৯-৮১ শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত ছাত্র ছিলেন, তার রোল ছিল ৪৮৪৮।

পরীক্ষা বাতিলের তথ্য গোপন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয়া শাস্তি এড়াতে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে একই সাথে সরকারি চাকরির পাশাপাশি নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেয়ার বিষয়টি 'অবৈধ' তা জানানোর পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার বিরুদ্ধে এখনো কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

এ প্রসঙ্গে দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আবদুল মান্নান সরকার বলেছেন, পরীক্ষা দেয়ার আগে ৭ দিন সিএল নেয়া হয়েছিল। তবে ৭ দিনে পরীক্ষা দেয়া শেষ হয়েছিল কিনা সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য পাওয়া যায়নি।